যুগান্তর

তারিখ 07 DEC 2017
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের জন্য শেখ হাসিনা গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট

মোজাম্মেল হক চঞ্চল

বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপের পর এবার শেখ হাসিনা গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট আসছে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার্থীরা এ টুর্নামেন্টে অংশ নেবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ অনুষ্ঠিত হচ্ছে আট বছর ধরে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এ দু'টি টুর্নামেন্টের আয়োজন করে আসছে। কিন্তু মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কোনো টুর্নামেন্ট ছিল না। যাদের এ টুর্নামেন্ট করার কথা, সেই বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) নির্বিকার। দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত সংস্থা স্পন্সরদের কাছ থেকে পাওয়া স্কুল ফুটবলের টাকা নয়ছয় করে ফেলেছে। চরম ব্যর্থ এ প্রতিষ্ঠানটির ওপর যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় তথা সরকারের কোনো আস্থা নেই। এসব দিক বিবেচনা করে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে স্কুল ফুটবল শুরু করার উদ্যোগ নিয়েছে।

ইতিমধ্যে এ টুর্নামেন্ট আয়োজনের নীতিমালার খসড়া তৈরি করেছে মন্ত্রণালয়। উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। সরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং সমমানের অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা শেখ হাসিনা গোল্ডকাপে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাবেন। সরকার মনে করে লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক এবং নান্দনিকতার বিকাশ হবে। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সহিষ্ণুতা ও মনোবল বৃদ্ধিসহ প্রতিযোগী মনোভাব গড়ে তোলাই এ টুর্নামেন্ট আয়োজনের উদ্দেশ্য। টুর্নামেন্টে অংশ নেয়া খেলোয়াড়দের বয়স হবে সর্বোচ্চ ১৮ বছর।

'চলো সবাই স্কুলে যাই'— এ স্লোগান নিয়ে ২০১০ সালে বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ শুরু হয়। দু'বছর বাদে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নিয়ে বঙ্গমাতা গোল্ডকাপের আয়োজন করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ টুর্নামেন্ট দু'টি আয়োজনের উদ্দেশ্য, প্রাথমিক পর্যায়ে যেসব ক্ষুদে ছাত্র-ছাত্রী ভালো করবে, তারা ভবিষ্যতে জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন বয়সভিত্তিক দলে সুযোগ পাবে। গ্রামাঞ্চলের অসংখ্য সুপ্ত প্রতিভা পরিচর্যার মাধ্যমে প্রস্ফুটিত হবে। কিন্তু বাফুফে ২০১২ সালে মাত্র এক বছর মাধ্যমিক পর্যায়ে স্কুল ফুটবলের আয়োজন করে মুখ থুবড়ে পড়েছে। সাবেক তারকা ফুটবলার শেখ মো. আসলামের চেষ্টায় দেশব্যাপী সে সময় স্কুল ফুটবল অনুষ্ঠিত হয়। পরের বছর আসলামকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। স্কুল ফুটবল এরপর আর আলোর মুখ দেখেনি। অথচ সারা দেশে স্কুল ফুটবল আয়োজনের জন্য ইসলামী ব্যাংকের সঙ্গে বাফুফের চার কোটি টাকার চুক্তি হয়েছিল। চুক্তি মোতাবেক ইসলামী ব্যাংক এক কোটি টাকা বাফুফেকে দিয়েছিল। কিন্তু স্কুল ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজনে ব্যর্থ হয় বাফুফে। ওই টাকা অপ্রকাশ্য খাতে ব্যয় দেখানো হয়েছে।

বর্তমানে অপূর্ণতা ও হতাশা নিয়ে চলছে ফুটবল। জেলাগুলোতে তৃণমূল পর্যায়ের লীগ বন্ধ। মাঠে খেলা নেই। তহবিল শূন্য। ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ ফুটবলের চূড়ান্ত পর্বে খেলার অলীক স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন বাফুফে সভাপতি কাজী সালাউদ্দিন। বাস্তবতাবিবর্জিত স্বপ্ন দেখিয়ে হাসির পাত্র হয়েছেন তিনি। গত নয় বছরে একবার মাত্র হয়েছে ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ। হয়নি জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ। নেই সমন্বিত দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।

লোকদেখানো একাডেমি চালু করে ফিফার অনুমোদন নেয়ার পর তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। জেলা ফুটবল স্থবির। সালাউদ্দিনের আমলে পৃষ্ঠপোষকরা জেলা ফুটবল চালুর জন্য টাকা দিলেও তা নয়ছয় করা হয়েছে। প্রাইম ব্যাংকের টাকার কোনো হদিস নেই।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা জানান, 'মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের নিয়ে ফুটবল টুর্নামেন্টের নীতিমালার খসড়া তৈরি হয়েছে। আমরা চাই, টুর্নামেন্টটি শেখ হাসিনা গোল্ডকাপ নামে আয়োজন করতে। নামকরণের জন্য বঙ্গবন্ধু ট্রাস্টের অনুমোদন চেয়ে চিঠি দেয়া হয়েছে। নামকরণ চূড়ান্ত হলেই মাঠে গড়াবে এ টুর্নামেন্ট।'